দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 09 APR 2008
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

প্রতিষ্ঠার ১৭ বছর পরও শাবিপ্রবি'র সর্বোচ্চ ফোরাম সিনেট গঠিত হয়নি

হাসান সোহেল, শাবি থেকে : প্রতিষ্ঠার ১৭ বছর পরও এখন পর্যন্ত গঠিত হয়নি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবি) সর্বোচ্চ ফোরাম 'সিনেট'; বর্তমানে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে চলছে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় কার্যক্রম। এতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের নির্দেশিত বিধানকে পাশ কাটিয়ে শাবি'র বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে 'সিন্ডিকেট'। বিগত উপাচার্যরা এ ব্যাপারে বিভিন্ন সময় উদ্যোগ গ্রহণ করলেও সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিষয়টি তুলে ধরেননি। বর্তমান প্রশাসন এ ব্যাপারে বারবার আশ্বাস দিলেও বাস্তবায়ন আজও হয়নি। ফলে বর্তমান প্রশাসনের সঠিক জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে বরাবর একটি বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে।
জানা যায়, ১৯৯১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে যাত্রা শুরু করে সিলেটের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ১৮ বছরের মাথায় এসেও গঠিত হয়নি শাবি'র সর্বোচ্চ ফোরাম 'সিনেট'। সিনেট না থাকায় প্রশাসনের জবাবদিহিতায় রয়েছে ব্যাপক ত্রুটি। অনেক সময় উপাচার্য এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন, বলেও অভিযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ১৯৮৭ সালের ১৮ মার্চের গেজেট অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কাঠামো 'সিনেট' গঠন ও এর সদস্যসংখ্যা ৫৭ জন করার কথা রয়েছে। কিন্তু শাবি'র এ প্রশাসনিক কাঠামো না থাকায় বর্তমানে প্রশাসন 'সিন্ডিকেট' বিভিন্ন ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থ পরিপন্থী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে সিন্ডিকেটের বার্ষিক প্রতিবেদন, বার্ষিক হিসাব বিভিন্ন পদে নিয়োগ, প্রমোশন, আপগ্রেডেশন ও উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে ব্যাপক প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। জবাবদিহিতা ও সুষ্ঠু তদারকির অভাবে প্রশাসন স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় নিয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।
প্রশাসন অনেক দিন থেকে সিনেট গঠনের ব্যাপারে আশ্বাস দিয়ে এলে বিভিন্ন অজুহাতে তা কেবল দীর্ঘায়িত করছে। এছাড়া ১৪ সদস্যবিশিষ্ট সিন্ডিকেটের ২-৩ জন সদস্য নিয়ে সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত নেয়ায় অতীতে এর ব্যাপক সমালোচনা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে দেখা গেছে, একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত ছাড়াই সিন্ডিকেট ২০০৭-২০০৮ শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরুর ব্যাপারে হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেয়। এতে অনেক বিভাগ আকস্মিক সিদ্ধান্ত নেয়ায় সময়মতো ক্লাস শুরু করতে পারেনি। একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যরা সিন্ডিকেটের এ রকম সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করে ভিসি বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন। একই সাথে দেশের অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি সিনেটের প্যানেল দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার বিধি রয়েছে। ফলে ঢাবি, রাবি, চবি ও জাবিতে উপাচার্য নিয়োগের প্রক্রিয়া ভিন্ন।
বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রক্রিয়া না থাকায় ১৯৮৭ সালের আইনের প্রদত্ত সিনেটের ক্ষমতার হরণ করা হয়েছে। তাই শিক্ষক, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সাধারণ শিক্ষার্থীসহ সকল মহলই মনে করছে উপাচার্য নির্বাচন ছাড়াও সিন্ডিকেটের বিভিন্ন হিসাব সভার কার্যক্রম এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে জবাবদিহিতার জন্যই সিনেট গঠন জরুরী হয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. মোস্তফা হাসান বলেন, সিনেটের মাধ্যমেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কাজের তদারকি করা সম্ভব, এছাড়া যা হবে সবই জোড়াতালির মধ্য দিয়ে হবে। পরবর্তী পরিস্থিতি হলেও কারো করার কিছু থাকবে না। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সিনেট গঠন করা জরুরী।
উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালে সাবেক উপাচার্য প্রফেসর এম হবিবুর রহমানের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই সময় সিনেট নীতিমালা প্রণয়নের জন্য প্রফেসর ড. মোঃ জয়নাল আবেদীনকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি চূড়ান্ত নীতিমালা তৈরী করে দিলেও বিভিন্ন কারণে তা আর আলোর মুখ দেখতে পারেনি। তবে ভিসি প্রফেসর এম আমিনুল ইসলাম জানান, [illegible] প্রায় সম্পন্ন হয়েছে এবং খুব শিগগিরই সিনেটের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হবে।